তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মূর্তি গড়ার কাজে অনীহা বর্তমান প্রজন্মের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ আসানসোলের মহিশীলার পাল পাড়া, আসানসোল পুরনিগমের ৮৫ নং ওয়ার্ডে। স্থানীয় অঞ্চলে আসানসোলের কুমোরটুলি নামেই খ্যাত। স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা গেল, এখানে সব মিলিয়ে প্রায় আঠারো থেকে কুড়িটি পরিবার সারাবছর বিভিন্ন প্রতিমা নির্মাণে ব্যস্ত থাকে। বছরের যে কোনো সময় যে কোনো পুজো-পার্বণের আগে এ পাড়ার কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ার মতো। হাতে গোনা আঠারো থেকে কুড়িটি পরিবার হলেও বলা যেতে পারে মূর্তি গড়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক শিল্পনগরী। মূর্তির গঠন থেকে প্রতিমার সৌন্দর্যায়ণ ও শিল্পসৌকর্যে এমনকি প্রতিমা নির্মাণের সংখ্যাতেও কলকাতার কুমোরটুলির পরেই আসানসোলের কুমোরটুলি পাড়ার নাম যশ ও খ্যাতি রয়েছে বলে শিল্পীদের দাবি। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার দুর্গাপুজোর আগে এখান থেকেই মূর্তি পাড়ি দিয়েছে বিদেশে। পাশ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড-বিহার-উড়িষ্যাতেও এখান থেকেই বেশিরভাগ মূর্তি পাড়ি দেয়। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমা অঞ্চল বাদ দিলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বেশিরভাগ মূর্তিই তৈরি হয় আসানসোলের কুমোরটুলি পাড়ায়। এখানেই রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ রুদ্র পাল, বাসুদেব পাল, সুধাংশু পাল, রঞ্জিত পালের মত প্রথিতযশা মৃৎশিল্পীরা। যাদের নাম ও যশ শিল্পাঞ্চল ছাড়িয়েও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মূলত মনসা পুজোর পর থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো পর্যন্ত বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের বেশিরভাগ পুজো উৎসব। তাই এই সময় পালপাড়ার কাজ চলে দিন-রাত্রি সব সময়। পাল্লা দিয়ে চাহিদা বাড়ে কারিগরের। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত, বিশেষত কালনা-কাটোয়া-নদীয়া-মুর্শিদাবাদ জেলাগুলিতে বহু কারিগর চুক্তিতে কাজ করতে আসে আসানসোলের পাল পাড়ায়। শিল্পী রঞ্জিত পাল ও শ্রীকৃষ্ণ পাল জানিয়েছেন, বছরের এই সময় তাদের প্রত্যেকের মূর্তি শিল্পের কারখানায় গড়ে ১০-১৫ জন করে কারিগর কাজ করেন। এক শিল্পীর কথা অনুসারে সব মিলিয়ে মহিশীলার পাল পাড়ায় দুর্গা প্রতিমা তৈরি হয় ৩০০ অধিক। এর সাথে গণেশ, বিশ্বকর্মা, লক্ষ্মী, কালী থেকে জগদ্ধাত্রী। তবে সব থেকে বেশি মূর্তি তৈরি হয় সরস্বতীর। এক একটি দুর্গার প্রতিমা গড়তে বর্তমান বাজারে আনুমানিক খরচ হয় গড়ে প্রায় ১৫০০০ টাকা। তার উপর বায়নাকারীদের চাহিদা অনুসারে সে খরচ ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। তবে বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে দিনে দিনে খরচ বেড়েই চলেছে। গঙ্গার বিশেষ মাটি ছাড়াও উপকরণ হিসাবে বাঁশ, খড়, রসি, পাট, রঙ, কাপড়, পাড়, চুল, জরি এসব লেগে থাকে। যেগুলির দাম প্রায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সাথে থাকে টানা অমানুষিক দৈহিক পরিশ্রম। একই সাথে ভরা বর্ষার বৃষ্টির প্রকোপ এড়িয়ে যথাসম্বে পুজো কমিটিগুলির হাতে তাদের পছন্দমত ঠাকুর তুলে দেওয়ার চাপ। একই সাথে পুজোকমিটি ও বায়নাদারদের শেষ সময়ে মূর্তি পছন্দ না হলে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ার অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয় শিল্পীদের। এই সমস্ত কিছুর সাপেক্ষে শিল্পীদের বক্তব্য, এত খরচ পরিশ্রম ঝক্কির পরেও এ কাজে মুনাফা নেই তেমন। পুজো উদ্যোক্তা কমিটিগুলি প্যান্ডেল লাইট বা আনুষঙ্গিক বিষয়ে খরচ করতে রাজি থাকলেও মূর্তি কেনার ক্ষেত্রে ততটা খরচ করতে রাজি থাকে না। পাশাপাশি একজন কারিগরের প্রকৃত শিল্পী হয়ে ওঠার পথটিও মসৃণ নয়। উদ্যোমের সাথে প্রয়োজন হয় প্রতিভার সংমিশ্রণের। একইসাথে এই জীবিকায় জড়িত শিল্পীদের জন্যে সরকারি অনুদানের আবেদন জানালেন কেউ কেউ। তাই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে বেশিরভাগ শিল্পী পরিবারগুলির পরবর্তী তথা নতুন প্রজন্মের এই মূর্তি তৈরির জীবিকা বেছে নিতে অনীহা দেখা দিচ্ছে বলেও মত পোষণ করেন অনেকে।

এই সব কারণেই আসানসোলের পাল পাড়ার নতুন প্রজন্ম মূর্তি তৈরিতে আর উৎসাহ দেখাচ্ছে না। আসানসোলের কুমোরটুলি তথা পালপাড়ার আভিজাত্যের যে যাত্রা শুরু, প্রকৃত উত্তরসুরি না মেলায় এই জীবিকা কোন পথে যায় সেটাই এখন দেখার।

প্রথম দিনেই লাইনচ্যুত হল বগি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পানাগড় শিল্পতালুকে ইমামি সিমেন্ট কারখানায় রেললাইনচ্যুত হয়ে গেল বগি। এ ঘটনা নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ মুখে কুলুপ এঁটেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রেললাইন পাতার সময় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে কাজ না করায় প্রথম দিনেই লাইনচ্যুত হল বগি। সূত্রের খবর, ইমামি সিমেন্ট কারখানায় মালগাড়ি প্রবেশ করছিল সিমেন্ট বোঝাই করার জন্য। আর সেই সময়েই ওয়াগনের বগি লাইন চ্যুত হয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা তথা ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক কৃষ্ণ কর্মকার বলেন, নির্মাণ কাজের জন্য এই ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূলের সিন্ডিকেড রাজের জন্যই ইমামী কারখানার এই অবস্থা। এই শ্রমিক নেতা বলেন, দিনের বেলায় এই ঘটনা ঘটলে দুর্ঘটনা প্রাণ কেড়েও নিতে পারতো। কয়েকদিন আগে স্থানীয়দের কাজে নিয়োগ করার দাবি, জানিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বেকার যুবকেরা। পুলিশের প্রতিশ্রুতিতে সেই অবরোধ ওঠে। পানাগড় শিল্পতালুকে শাসকদলের মদতে বহিরাগত নিয়োগ এবং সিন্ডিকেট রাজ চরম আকার নিয়েছে যার জেরে স্থানীয়দের মধ্যে শাসকদল বিরোধী মনোভাব দেখা দিচ্ছে বলে মত এলাকার যুবকদের। রেললাইন পাতার সময়ে স্থানীয় বাসিন্দারা কাজের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং বিক্ষোভ দেখায় বলে দাবি করেছে স্থানীয় যুবকেরা। আউশগ্রাম ২নং ব্লকের তৃণমূল ব্লক সভাপতি রামকৃষ্ণ ঘোষ বলেন, এটা কেন ঘটলো তা ইমামি কারখানা এবং রেল চিন্তাভাবনা করবে। এই তৃণমূল ব্লক সভাপতি বলেন, বিরোধীরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ তোলে। এই ব্লক সভাপতির মতে, ইমামি কারখানা রেল লাইন বসানোর বরাত দেয় রেলদপ্তরকে এবং যদি কিছু ত্রুটি থাকে রেল দপ্তর দায়ী থাকবে। কার্যত পানাগড় শিল্পতালুকে ইমামি কারখানার সিমেন্ট বোঝাই করার জন্য মালগাড়ি প্রবেশের পথে বগি লাইনচ্যুত হওয়া নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজা চরমে।

শুক্রবার ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিকেল সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভস্ ইউনিয়ন দুর্গাপুর শাখার বার্ষিক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল করঞ্জপাড়া রেস্ট হাইসে। ২০ জন রক্তদান করেন। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের ইনচার্জ ডাঃ করবী কুণ্ডু শিবিরটি উদ্বোধন করেন।

সার কারখানার পুনরুজ্জীবন হওয়ার পথে কাঁটা রাজ্য সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ পশ্চিমবঙ্গের দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সার কারখানার পুনরুজ্জীবন না হওয়ার জন্য কেন্দ্রসরকার নয়, রাজ্য সরকারকেই দায়ি করলেন দুর্গাপুরের সিপিএম বিধায়ক সন্তোষ দেববায়। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি লেখেন সার কারখানা পুনরুজ্জীবনের জন্য হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করে। তিনি চিঠিতে দুর্গাপুরের সার কারখানার সম্পত্তি স্ক্র্যাপ করে বিক্রি করার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন দুর্গাপুরের সিপিএম বিধায়ক। এই ঘটনায় দুর্গাপুরের শ্রমিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৃণমূল অবশ্য কটাক্ষ করে বলেছে, সিপিএম এখন বিজেপির সবচেয়ে বড় বন্ধু তাই বিজেপির স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যা করার সিপিএম তাই করছে। সিটুর একাংশ অবশ্য মনে করছে দিশাহীনতার প্রকাশ ঘটেছে এই চিঠিতে। দুর্গাপুরের সিটুর ভিতরে এখন চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সিটুর এই সর্বভারতীয় নেতার সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের এক প্রবীণ সিটু নেতাকে বন্ধ বিশেষজ্ঞ বলে প্রকাশে সমালোচনা করা দুর্গাপুরের শ্রমিক মহলে চাঞ্চল্য ফেলেছিল। এদিকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সিটুর শ্রমিক সংগঠনের আর্থিক তছরূপে অভিযুক্ত এক নেতাকে পুনবহাল করার জন্য সিটুর মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। দুর্গাপুরের সিপিএম বিধায়ক তার চিঠিতে দুর্গাপুর সার কারখানার পুনরুজ্জীবন না হওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের স্বার্থ ত্যাগ না করার মানসিকতাকেই দায়ি করেছেন। তার চিঠিতে কোথাও সেভাবে কেন্দ্র সরকারের সমালোচনা নেই। আর এখানেই দুর্গাপুরের শ্রমিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে তবে কি বাবুল সুপ্রিয় মোহে পড়া সিপিএম নেতাদের একাংশ এখন শুধুই তৃণমূল বিরোধীতাকে পথ হিসাবে বেছে নিচ্ছেন। সিপিএম বিধায়ক তার চিঠিতে লিখেছেন, ২০১৭ সালের ২৮ এপ্রিল এডিডিএ চিঠি পাঠিয়ে তাদের বকেয়া ৫২৫.১৫ কোটি টাকা দাবি করেন। যেখানে বছরে মাত্র ১ টাকা লিজে কারখানার জন্য জমি দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই অযৌক্তির দাবিতে অনড় থাকার জন্য ভ্রান্ত শিল্পনীতির জন্য দুর্গাপুর সার কারখানা পুনরুজ্জীবন থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে। অন্যান্য রাজ্য সরকার তাদের স্বার্থ ত্যাগ করেছে তাদের রাজ্যে সার কারখানার পুনরুজ্জীবনের জন্য। সিপিএম বিধায়ক কেন্দ্রের দিকে সামান্যতম আঙুল না তুলে রাজ্য সরকারকেই বিঁধেছেন এই চিঠিতে। রাজ্য সরকারের দিকে মারাত্মক অভিযোগ এনে লিখেছেন রাজ্য সরকারের জন্যই দেশের গ্যাস গ্রীডের মানচিত্র থেকে বাদ যেতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। পূর্বাঞ্চলে রয়েছে সাতটি সার কারখানা। কেন্দ্র সরকার ৫টি কারখানা পুনরুজ্জীবন করতে উদ্যোগ নিলেও পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর এবং হলদিয়ার ক্ষেত্রে নির্বিকার থাকে। তৃণমূল এই ঘটনাকে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীতা বলে অভিযোগ করেছে। প্রসঙ্গ দিলীপ ঘোষ বাঁশকোপার এক হোটেলে (পড়ুন এই হোটেলেই এই সিপিএম বিধায়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে দেখা করে এএসপি-র বিলগ্নীকরণ রোধ করার জন্য) বসে বলেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে কারখানা হবে না হলে নয়। দুর্গাপুরের তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল বলেন, সিপিএম এই মুহূর্তে ঘোলা জলে মাছ ধরে রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরতে চাইছে তাই বিজেপি তোষণ করছে। পশ্চিম বর্ধমানের তৃণমূল জেলা সভাপতি ভি শিবদাসন বলেন, সিপিএম বিধায়ক এই চিঠিতে বিজেপির নির্দেশেই বিজেপির মন রাখতে লিখেছেন। সিপিএম বিধায়ক তার বিরুদ্ধে তৃণমূলের তোলা অভিযোগ নস্যাৎ করে বলেছে যা সত্য তাই তিনি লিখেছেন। তবে সিপিএম বিধায়ক বিজেপির বিরোধীতা না করার প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে বলেন বাংলায় লেখা আছে পড়ে নিন।

জুজুটি পরিদর্শনে প্রতিনিধিদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, গ লসি ঃ বৃহস্পতিবার জুজুটিতে কেন্দ্রসরকারের কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধিরা এবং রাজ্য সরকারের জেলাপ্রতিনিধিরা জুজুটি গ্রামের কৃষকদের সাথে আলোচনা করলেন এবং ধানমাঠ পরিদর্শন করলেন। পরিদর্শনের শেষে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। জুজুটি গ্রামের চাষিরা এবার চাষে নতুনত্ব এনেছেন জেলার কৃষি দপ্তরের সাথে হাত মিলিয়ে। বিশেষ বীজ ধান এবং নিচু জমিতে বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করে সফল হয়েছেন কৃষকেরা। জুজুটিতে ১০০ একর জমিতে স্বর্ণসাব ১ আমন চাষ করে সফল জুজুটির চাষিরা।

পুজোর আগে জামাকাপড় দিল বিধান স্কুলের ছাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ তোমাদের দুর্গারা শপিং মলে ঘুরে করবে বাজার। আর আমাদের দুর্গারা শুকনো মুখে থাকবে দাঁড়িয়ে? তোমাদের দুর্গারা নতুন জামা পরে ঘুরবে মনের আনন্দে আর আমাদের দুর্গারা? আমাদের দুর্গারাও পুজো দেখবে মনের আনন্দে কারণ আমরা আছি তাদের পাশে। এমন ভাবনা নিয়েই দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর বিধানচন্দ্র ইন্সটিটিউশন ফর গার্লসের ছাত্রীরা এমনটাই ভেবেছিল। শুরু করে দিয়েছিল তারা নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি। শিক্ষিকাদের জানাতেই অতি উৎসাহে তারাও সাড়া দেন মেয়েদের ডাকে। তবে মনে ছিল কুণ্ঠা। নতুন তো নয় তবে কি ওরা নেবে খুশি মনে। নতুন না হলেও প্রায় নতুন তাই বুকে একটু বল জেগেছিল ওদের। আর শুক্রবার সকাল হতেই হইহই করতে করতে একেবারে হাজির কাঁকসা ব্লকের মলানদিঘি অঞ্চলের আদিবাসী পাড়ায়। জামাকাপড় পাবে শুনে কি খুশি ওরা। ছোট থেকে বড় সবাই আহ্লাদে আটখানা। বড়রা ঝাঁপিয়ে পড়েছে মনের মত সব খুঁজে পেতে। ছোট্টদের খুশি আর ধরে না। আর এই দেখে বিধান স্কুলের মেয়েরা আনন্দে আত্মহারা। স্কুলের পরিচালন কমিটির সম্পাদক অঙ্কিতা চৌধুরী বলেন, তাদের স্কুলের মেয়েরা নিজেদের চেষ্টায় যা করেছে তা গর্ব করার বিষয়। ২৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অঙ্কিতা দেবী বলেন, মেয়েরা কি খুশি তা বলে বোঝানো যাবে না। নতুন জামা পেয়ে খুশি ছোট্ট মেয়েরা। আনন্দে কোলে চড়ে পড়েছে এক ছাত্রীর। তার দেখাদেখি আর ছোট্ট মেয়ে আর এক দিদির কোলে চেপে বলে দ্যাখ আমিও দিদির কাছে জামা নিয়ে দিদির কোলে চেপেছি। এই আনন্দই কি সেই সেরা আনন্দ? বিধান স্কুলের মেয়েরা সমস্বরে বলে ওঠে, জীবনে এতদিন যা আনন্দ পেয়েছি এদিনের আনন্দ তার থেকে কয়েক লক্ষ গুণ বেশি। ওদের দুর্গা দেবী দর্শন করবে মনের আনন্দে এটাই বোধহয় বড় পাওনা ওদের।

গোপালপুরে শুধু মস্তক পুজো হয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ উমা আসছেন সঙ্গে পুত্রকন্যারা। কিন্তু গোপালপুরের মন্ডল-দে-দত্ত পরিবারের দেবীদুর্গা সপরিবারে আসেন না। আবার পুর্ণরূপেও আসেন না। এই পরিবারের দেবী দুর্গা পাতি মা বলে পরিচিত এলাকায়। পাতি মায়ের শুধু মস্তক পুজো করা হয় চারদিন ধরে মহাদুমধাম করে। কিন্তু কেন এমন প্রথা? শুধু মস্তক পুজো কেন প্রচলিত হল পাতি মায়ের পুজোতে? এপ্রশ্নের উত্তর কারো জানা নেই। ২৫০ বছরের বেশি এই প্রাচীন দেবীর প্রতিষ্ঠা কত সালে হয়েছিল এবং কেউ বা করেছিল তা জানা নেই পাতি মায়ের শরিক পরিবারগুলির। কিন্তু কেন শুধু মস্তক পুজো? কোন তথ্য প্রমাণ নেই এই ধারণার তবে অনেকেই এটা বিশ্বাস করেন। অনেকের মতে, তৎকালীন এই পরিবারের কর্তা দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবীর আরাধনা শুরু করেন। দেবীর স্বপ্নাদেশ ছিল দেবীর মূর্তি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পরিবারের কেউ দেখতে পাবেন না দেবীকে। কিন্তু সেই নির্দেশ ভঙ্গ করে পরিবারের কর্তা রাতের অন্ধকারে দেবীকে দেখেন। সকালে দেখেন দেবীর মস্তক ছাড়া বাকি সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেবী স্বপ্নাদেশ দেন তার মস্তক পুজো করার জন্য চারদিন ধরে সমস্ত নিয়ম মেনে। আবার অনেকের মতে, পাতি মায়ের প্রতিষ্ঠা বছরে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। মাটির মন্দির পড়ে যায়। দেবীর মূর্তির নির্মাণ কাজ চলছিল। মন্দিরের সাথে সাথে মূর্তি নষ্ট হয়ে গেলেও দেবীর মস্তক অক্ষত রয়ে যায়। দেবী স্বপ্নাদেশ দেন সমস্ত নিয়ম মেনে চারদিন ধরে তার আরাধনা করার জন্য। সেই সময় থেকেই এভাবেই পাতি মায়ের আরাধনা হয়ে আসছে। চারদিন ধরে সমস্ত নিয়ম মেনেই পুজো হয় পাতি মায়ের। তবে দশমীর সকালে নবপত্রিকার সাথে দেবীর মস্তকের বিসর্জন করা হয়। গ্রাম পরিক্রমা করানো হয় না।

দুর্গাপুরে দুর্গা দর্শন করাবে এসবিএসটিসি মাত্র ৩৫০ টাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরের বাসিন্দাদের দুর্গাদর্শন করাবে এবার এসবিএসটিসি। আর নামমাত্র খরচে পুরনাগরিকরা এবার দেখতে পাবেন দুর্গাপুরের বিখ্যাত দুর্গাপুজোগুলি। শুধু দর্শনই নয় থাকবে জলখাবারের ব্যবস্থা আর পানীয় জল। আর এতসব কিছু শুধুমাত্র ৩৫০ টাকা খরচ করলেই মিলে যাবে বলে জানাচ্ছে এসবিএসটিসি। মাথা পিছু ৩৫০ টাকা দিয়ে টিকিট কাটলেই দুর্গাপুরের নবারুণ, অগ্রণী, স্যান্টোস, মার্কনী, সিমেন্ট পার্ক, ফুলঝোড়, টিএন স্কুল-সহ বিখ্যাত দুর্গাপুজোগুলি। বাস ছাড়বে সিটিসেন্টার বাসস্ট্যান্ড থেকে। ষষ্ঠী থেকে দশমী প্রতিদিন বাস ছাড়বে সন্ধ্যা ছয়টায়। ৪ ঘন্টা ধরে চলবে দুর্গাদর্শন। প্রতিদিন দুটি বাস ছাড়বে। টিকিট অনলাইনেও বুকিং করা যাবে। তবে টিকিটের জন্য যোগাযোগ করতে হবে, দুর্গাপুরের সিটিসেন্টারে এসবিএসটিসি বুকিং কাউন্টার, দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশন এসবিএসটিসি বাস টার্মিনাস, এসবিএসটিসি দুর্গাপুর বাস ডিপো। তবে এই দুর্গাদর্শন কতটা সফল হবে তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শাসকদলের একাংশ। সিটিসেন্টারে এসে বাস ধরায় খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করবেন না দুর্গাপুরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা। এর থেকে নিজের নিজের এলাকা থেকে সোজাসুজি দুর্গাদর্শন অনেক কম ঝুঁকির বলে মনে করছেন শাসকদলের একাংশ। কার্যত এসবিএসটিসি-র এই দুর্গাদর্শন পরিকল্পনা শুধুমাত্র সিটিসেন্টার কেন্দ্রীয় বাসিন্দাদের জন্য বলে মনে করছেন শাসকদলের বেশ কিছু কাউন্সিলর।

জন্মদিনে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ জন্মদিন ছিল ২৪ বছরের যুবক ময়ূখ মন্ডলের। জন্মদিন পালন করবে ময়ূখ রক্তদানের মধ্যে দিয়ে। মিলনী সংঘ প্রাঙ্গণে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই জন্মদিন উদ্‌যাপনের রক্তদান শিবির হয়েছে। ময়ূখ প্রথমে রক্ত দেয়, তারপর তার মা অশোকা মন্ডল রক্ত দেয়। পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে গ্রামের সাধারণ মানুষেরাও রক্তদান করেছেন। রক্তদান করেছেন ৩৫ জন। তাদের মধ্যে ৮ জন মহিলা। ভালোবাসার টানে আজ ৭৫ বছর বয়সী ঈশানী মুখার্জী চলে এসেছিলেন রক্ত দেবেন বলে। ৬৫ বছরের পরে রক্ত নেওয়া হয় না তাই তার ইচ্ছে পূরণ করা যায় নি। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেছেন বিধানগর হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের ডাঃ ইন্দ্রজিৎ মাঝি।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
রোগী দেখছেন :- স্পন্দন হেলথ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Ph: 9609538713, 9775781615, 03211- 255 222